কোচের জন্য আবেদন

রবি শাস্ত্রীর পর ভারতীয় কোচের জন্য আবেদন করলেন ভেঙ্কটেশ প্রসাদ। এর আগে তিনি ভারতীয় দলের বোলিং কোচের দায়িত্বে ছিলেন।

মাঠে - ময়দানে

মেসির বিয়ে

আজ ৩০ জুন। সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক লিওনেল মেসি। পাত্রী পুরনো বান্ধবী আন্তোনেলা রোকুজো।

তৃতীয় একদিনে রম্যাচেও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া

ত্রিনিদাদ, ২৯ জুন: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে দাপট দেখিয়ে জয় পায়নি ভারত। বৃষ্টিতে পোর্ট অফ স্পেনের ম্যাচটি ভেস্তে গেলেও ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দাপট ছিল দেখার মতো। প্রথম একদিনের ম্যাচের ব্যাটিং পারফরম্যান্স ধরে রেখে পয়মন্ত পোর্টঅফ স্পেনের মাটিতে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে সহজ জয় পায় বিরাট কোহলির দল। আজ শুক্রবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচেও ভার হট ফেবারিট হিসেবে খেলতে নামবে। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের মতো কোহলির তৃতীয় ম্যাচেও লক্ষ্য বিরাট জয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের জয় ব্যাট হাতে অন্যতম ভরসা অজিঙ্ক রাহানে এবং শিখর ধাওয়ান। এই দুই ব্যাটসম্যানের উপর নির্ভর করেই প্রথম দুটি একদিনের ম্যাচে দাপট দেখিয়েছে কোহলির দল। তৃতীয় ম্যাচেও ব্যাট হাতে কোহলির বিরাট ভরসা রাহানে এবং ধাওয়ান। দুই ওপেনারের উপর ভরসা রাখলেও যুবরাজ সিংয়ের ব্যাট হাকে রান না পাওয়ায় চিন্তিত টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক। চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে গ্রুপ লিগের

ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রান পাওয়ার পর ব্যাট হাতে রানের খরা চলছে যুবির। তবু কোহলির আশা ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচে রান পাবেন যুবি। ম্যাচেও জয় ছিনিয়ে নিয়ে ব্যবধান বাড়ানোই লক্ষ্য টিম ইন্ডিয়া অধিনায়ক কোহলির। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ব্যবধান বাড়ানোর ম্যাচে ভারত অধিনায়ক বোলিংয়ে ভরসা ভুবনেশ্বর কুমার এবং কুলদীপ যাদব। দ্বিতীয় ম্যাচে পোর্ট অফ স্পেনের মাটিতে কুলদীপ এবং ভুবনেশ্বর কুমারের বোলিং দাপটে ধরাশায়ী ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটাররা। সত্যি কথা বলতে কি কুলদীপ, ভুবনেশ্বর, ধাওয়ান, রাহানে, কোহলিরা যদি দ্বিতীয় ম্যাচের দাপট দেখাতে পারেন তবে টিম ইন্ডিয়ার জয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। এখন দেখার দ্বিতীয় ম্যাচের মতো তৃতীয় ম্যাচেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারত দাপট দেখিয়ে সিরিজের ব্যবধান বাড়াতে পারে কি না। অন্যদিকে প্রথম দুটি ম্যাচে দাপট দেখাতে না পারলেও ঘরের মাঠে তৃতীয় ম্যাচে সিরিজে সমতা ফেরাতে মরিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আর এ জন্য প্রথম দুটি ম্যাচের দলে পরিবর্তন আনা হয়েছে। তৃতীয় একদিনের ম্যাচে দলে সুযোগ পেলেন কাইল হোপ এবং সুনীল আবরিস। দল থেকে বাদ পড়েছেন জোনাথন কার্টরি এবং কেসরিক উইলিয়ামস। আপাতত পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। এবার তৃতীয়

বাগানের প্রতি টান হাইতির ফুটবলারের

স্টাফ রিপোর্টার: আই লিগ, আইএসএল নিয়ে বিভ্রান্ত মোহনবাগান কর্তারা। এবার আই লিগ, আইএসএল সমান্তরালভাবে করার উদ্যোগ নিয়েছে ফেডারেশন এবং আইএমজিআর। তাই এবার স্বদেশি ফুটবলারের পাশাপাশি বিদেশি ফুটবলারগুও কোথায় খেলবে তা নিয়ে চলছে চরম অনিশ্চয়তা। নতুন মরশুমে কোন ফুটবলার আই লিগ কিংবা আইএসএলে খেলবে তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা-কল্পনা। নতুন মরশুমের জন্য ইস্টবেঙ্গল কর্তারা বেশ কিছু ফুটবলারকে চুক্তি করলেও বাগান কর্তাদের জালে এখনও ধরা পড়েনি কোনও স্বদেশি কিংবা বিদেশি ফুটবলার। আপাতত সবুজ-মেরুন কর্তারা দলে পেতে আগ্রহী বাগান সমর্থকদের হার্টথ্রব হাইতিয়ান ফুটবলার সনি নর্ডিকে। গত তিন মরশুম নর্ডি আই লিগ খেলেছেন সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে।

হাইতিয়ান ফুটবলারটি আবার না হাইতিয়ান ফুটবলারটি। গত আইএসএলে খেলেছেন মুম্বই সিটি এফসি'র হয়ে। এবারও দল বদলের আসরে তাঁকে নিয়ে চলছে টানাটানি। দরপত্র জমা না দেওয়ায় আইএসএলে খেলার সুযোগ পাবে না শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব মোহনবাগান। তাই মোহনবাগানে খেললে নর্ডিকে খেলতে হবে শুধুমাত্র আই লিগ টুর্নামেন্টে। যেটা কখনই চাইছেন নর্ডি। এফসি'র পাশাপাশি নর্ডিকে দলে পেতে আগ্রহী আইএসএলের নতুন দল বেঙ্গালুরু এফসি'র কর্তারা। এখন দেখার মোহনবাগানের হয়ে আই লিগে নাকি আইএসএলে বেঙ্গালুরুর জার্সি গায়ে খেলেন নর্ডি।

সংকটে অস্ট্রেলিয়ার ২০০ ক্রিকেটার

সিডনি, ২৯ জুন: ২০০ জনেরও বেশি অস্ট্রেলিয়ান তারকা ক্রিকেটার চাকরি হারাতে চলেছেন। বেতন ভাতা নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে ক্রিকেটারদের বিরোধের জেরে এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড। বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম দাপুটে দল তারা। আইসিসির একদিনের র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় এবং টেস্টে তৃতীয় স্থান রয়েছে তাদের দখলে। কিন্তু এবার সেই অজি ক্রিকেট দলের তারকা খেলোয়াড়রাই বেকার হতে চলেছেন। ২০০-র অধিক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার হারাতে চলেছে চাকরি। ৩০ জুনের পর থেকে অজি ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ঝামেলার জেরেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে প্রস্তাবিত নতুন চুক্তি নিয়েই আপত্তি ক্রিকেটারদের। চুক্তি অনুযায়ী, ক্রিকেটারদের মোট আয় ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। ক্রিকেটারদের দাবি, এরপরও বেতন ভাতা কমই থাকবে। এর উপর রয়েছে রাজস্ব আয়ের অংশ নিয়েও দাবি। ১৯৯৭ সাল থেকে বোর্ড ও খেলোয়াড়দের মধ্যের চুক্তির জেরে বোর্ডের বার্ষিক রাজস্ব আয়ের একটি অংশ পান ক্রিকেটাররা। কিন্তু, এবার সেই নিয়মে বদল চাইছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বোর্ডের দাবি, শুধু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটাররাই রাজস্বের ভাগ পাবেন। ঘরোয়া ক্রিকেটাররা পাবেন না। কিন্তু, স্টিভ-স্মিথদের দাবি, ঘরোয়া বা আন্তর্জাতিক কোনও ভাগ হবে না। সব ক্রিকেটারকেই রাজস্বের অংশীদার করতে হবে। বর্তমান ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়িয়েছেন শোন ওয়ার্নের মতো প্রাক্তনরাও। এদিকে, এই দাবি মানা সম্ভব নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে বোর্ড। এমনকী, ৩০ জুনের মধ্যে নতুন চুক্তিতে সই না করলে ওয়ার্নার, ওয়াটসনদের বেতন বন্ধ করে দেওয়ার ঘুঁশিয়ারিও দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান গ্রেগ ডায়ার জানিয়েছেন, অ্যাসোসিয়েশন আসলে ক্রিকেটারদের বেকার হতে বাধ্য করছে। এই অচলাবস্থার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অজি ক্রিকেটও। দু'পক্ষের জেদাজেদির জেরে অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা এমনকী ভারত সফরও বাতিল হতে পারে বলে আশঙ্কা। ২৭ আগস্ট শুরু হবে অজিদের বাংলাদেশ সফর।

শ্রীলঙ্কার সিরিজে জিম্বাবোয়ে দলে স্পিনার মাসাকাদজা

কলম্বো, ২৯ জুন: শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আসন্ন একদিনের সিরিজের জন্য জিম্বাবোয়ে দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেলেন বাঁহাতি স্পিনার ওয়েলিংটন মাসাকাদজা। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট দলেও অভিষেকের অপেক্ষায় রয়েছেন এই তরুণ। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সর্বশেষ একদিনের ম্যাচ খেলেছিলেন মাসাকাদজা। এরপর ২০১৬ সালে মার্চ মাসে আফগানিস্তানের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলেছেন তিনি। নেদারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলেছিল জিম্বাবোয়ে। মাসাকাদজা ছাড়া আগের দলটিই রাখা শ্রীলঙ্কা শিবিরে। এখনও পর্যন্ত ১০টি একদিনের ম্যাচ ও সাতটি টি-২০ ম্যাচে খেলেছেন বছর ২৩এর মাসাকাদজা। একদিনের ক্রিকেটে ১০ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ১৫টি উইকেট। ৭টি টি-২০ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ৮টি উইকেট। তবে এখনও টেস্টে দলে জায়গা হয়নি তার। এটাই জিম্বাবোয়ের প্রথম শ্রীলঙ্কা সফর হতে চলেছে। সেই সফরে একটি টেস্ট ও পাঁচটি একদিনের ম্যাচ খেলবে তারা। আজ ৩০ জুন থেকে একদিনের সিরিজ শুরু হবে। একমাত্র টেস্টটি শুরু হবে আগামী ১৪ জুলাই।

পুনমের কৃপণ বোলিংয়ে কম রানে আটকে গেল ক্যারিবিয়ান মেয়েরা

লন্ডন, ২৯ জুন: প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে মিতালিরা মুখোমুখি হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ব্যাট হাতে ওপেনার ম্যাথুজদ ছাড়া আর সেইভাবে কোনও ব্যাটসম্যানই টিকতে পারল না ভারতের বোলিংয়ের সামনে। বল হাতে দুটি করে উইকেট সংগ্রহ করেন এস পাডে, পুনম পান্ডে ও এইচ কর। সবচেয়ে কৃপণ বোলিং করেন পুনম যাদব। ১০ ওভার হাত ঘুরিয়ে দুটি ওভার মেডেন সহ ১৯ রানে ২টি উইকেট সংগ্রহ করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ নির্জেদের ব্যাটিং ব্যর্থতা কাটিয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৮৩ রান করতে সক্ষম হয়। ব্যাট করতে নেমে পুনম রাউত শূন্য হাতে ফিরে গেলেও আরেক ওপেনার মান্ধানা তাঁর অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত ভারতীয় মহিলা দল ৩৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৪০ রান করেছে। মিতালি রাজ তাঁর অর্ধশতরান মিস করেন।

গ্রুপ বি'র ম্যাচের সম্ভাবনা মুম্বইতে

মুম্বই, ২৯ জুন: মুম্বইয়ে বসবাসকারী ফুটবলপ্রেমীদের জন্য খারাপ খবর। অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল বিশ্বকাপে ভারতের ম্যাচগুলি মুম্বই থেকে সরতে চলেছে দিল্লিতে। এআইএফএফ-এর অনুরোধে সায় দিতে চলেছে ফিফা। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অনুরোধ খতিয়ে দেখে বিশ্বফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। এআইএফএফ প্রথমে আসন্ন বিশ্বকাপে লিগের ম্যাচগুলি মুম্বইয়ে করার কথা ঠিক করে। তবে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর চাপে মুম্বই থেকে দিল্লিতে সরানোর জন্য ফিফার কাছে অনুরোধ জানায় এআইএফএফ। টুর্নামেন্টের প্রধান জেমি উয়ারডা জানান, টুর্নামেন্টের স্বার্থের কথা ভেবে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে গ্রুপ 'এ'-তে রয়েছে ভারত। গ্রুপের চারটি ম্যাচই হওয়ার কথা ছিল নবি মুম্বইয়ে। এআইএফএফ'এর অনুরোধে তা শেষ পর্যন্ত দিল্লিতে সরতে চলেছে। সেক্ষেত্রে গ্রুপ 'বি' ম্যাচগুলি হবে নবি মুম্বইয়ে। বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি হবে মোট ছটি শহরে। এগুলি হল নবি মুম্বই, কলকাতা, দিল্লি, কোচি, গোয়া ও গুয়াহাটি। ৬ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এবারের অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ।

টাইব্রেকারে পর্তুগালকে হারিয়ে কনফেডের ফাইনালে চিলি

মস্কো, ২৯ জুন: পর্তুগালকে হারিয়ে কনফেডারেশন্স কাপের ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল চিলি। প্রথম সেমিফাইনালে লড়াইটা ছিল পর্তুগালের সঙ্গে চিলির। বিশ্ব ফুটবলের এই দুটি দুরন্ত দলের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে বাজিমাত করল গত দু'বারের কোপা আমেরিকা কাপ চ্যাম্পিয়ন চিলি। নির্ধারিত সময়ে গোল না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। আর টাইব্রেকারেই বাজিমাত গত দু'বারের কোপা আমেরিকা কাপ চ্যাম্পিয়ন চিলির। বিশ্ব ফুটবলে বহু অঘটন ঘটানোর ইতিহাস রয়েছে চিলির। সেটা আরও একবার চিলি প্রমাণ করল কনফেডারেশন্স কাপে। হট ফেবারিট পর্তুগালের বিরুদ্ধে ৪-৩-৩ ফর্মেশনে দল সাজিয়েছিলেন চিলির কোচ ছয়ান আন্তোনিও পিজি। অন্যদিকে পর্তুগাল কোচ স্যান্টোস ভরসা রেখেছিলেন অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, কুয়ারসেমা, মোতিনহো এবং নানির উপর।

চিলি কোচ ভরসা রেখেছিলেন স্যাঞ্চেজ, মারিয়ানো এবং বায়ার্ন মিউনিখ তারকা ভিদালের উপর। কিন্তু রোনাল্ডো আটকে যেতেই ধরাশায়ী পর্তুগিজরা। ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয় চিলি। ফলস্বরূপ বেশ কয়েকটি সুযোগ সৃষ্টি করলেও গোল মুখে ফুটবলারদের ব্যর্থতায় গোল পায়নি গত দু'বারের কোপা আমেরিকা কাপ চ্যাম্পিয়ন চিলি। দ্বিতীয়ার্ধেও পাসিং ফুটবলের ঢেউ তুলে পর্তুগালকে বেশ চাপে রাখে চিলি। তবু নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ শেষ হয় গোলশূন্যভাবে। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে বাজিমাত চিলির। টাইব্রেকারে চিলির হয়ে গোল তিনটি করেন স্যাঞ্চেজ, মারিয়ানো এবং ভিদাল। প্রথম তিনটি শটে চিলি গোল করলেও পর্তুগালের কুয়ারসেমা, মোতিনহো, নানি গোল করতে ব্যর্থ হন। রবিবার ফাইনালে খেলতে নামার আগে এই জয় নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে চিলির।

রোনাল্ডোর পর্তুগালকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ছিল না চিলির ফুটবলাররা। কার্ড এবং চোট সমস্যার জন্য খেলতে পারেননি পর্তুগালের পেপে এবং রাফায়েল গুয়েরেরো। তাই সারা ম্যাচে বেশ নড়বড়ে দেখাচ্ছিল পর্তুগিজ ডিফেন্সকে। বিশেষত পেপে ডিফেন্সে অন্যতম ভরসা। ফলে তাঁকে ছাড়া অনেকটাই টলোমলো ছিল পর্তুগাল ডিফেন্স। ক্রনো আলভেজ একা খুব একটা সুবিধা করতে পারছিলেন না। তবে সিস্যার সেভেনের গায়ে বল পড়লেই কিছুটা আক্রমণে জ্বলে উঠছিল পর্তুগিজরা। ম্যাচের সাত মিনিটে গোল করে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল গতবারের ইউরো কাপ চ্যাম্পিয়ন পর্তুগাল। রোনাল্ডোর কাছ থেকে বল পেয়ে জোরালো শট করেছিলেন আন্দ্রে সিলভা। কিন্তু চিলি গোলরক্ষক সিলভার শট বাঁচিয়ে দলের নিশ্চিত পতন রোধ করেন। প্রথম ১০ মিনিট পর্তুগালের প্রাধান্য থাকলেও ম্যাচ যত গড়িয়েছে ততই আধিপত্য বেড়েছে চিলির ভিদাল, স্যাঞ্চেজদের। মূলত দু'দিক থেকে উইং প্লে নির্ভর পর্তুগাল ডিফেন্সে ছল ফোটাতেই থাকে চিলি। সারা ম্যাচে চিলির বীজ বেশ টের পেল ইউরো কাপ চ্যাম্পিয়নরা। ২৮ এবং ৩০ মিনিটে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন চার্লস আরানগুইজ।

নতুন নিয়মের জটিলতায় বেশ সংকটে ঘরোয়া ফুটবল লিগ

স্টাফ রিপোর্টার: ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান তো বটেই, পুরো ঘরোয়া ফুটবলের অস্তিত্ব সংকটে। তার বড় প্রমাণ এবার এখনও পর্যন্ত ঘরোয়া লিগ শুরু না হওয়া। মে মাসের শেষ দিকে কলকাতা লিগ শুরু হওয়াটা যখন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন এবার তার এক মাস অতিক্রান্ত হলেও কবে লিগ শুরু হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। শোনা যাচ্ছে, লিগ শুরু হতে পারে ৫ জুলাই। লিগ শুরু না হওয়ার কারণ? ময়দানের শতাধিক ছোট ক্লাবের এআইএফএফের চালু করা অনলাইন সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমে ফুটবলারদের নথিভুক্ত করে উঠতে না পারা।

দু'বছর আগেও কলকাতা লিগে খেলা ফুটবলারদের জন্য এই সিআর এস সরকার হত না। কিন্তু ২০১৫ সাল থেকে এআইএফএফ এই নিয়ম বাধ্যতামূলক করে দেওয়ার পরই সমস্যা বেড়েছে। প্রতি বছর এই নিয়মে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন ধারা। যা বুঝে উঠতেই মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে। ফলে ছোটো ক্লাবরা নাম নথিভুক্তই করতে পারছে না। বড় ক্লাবের পাশে তবু জন সমর্থন রয়েছে, কাজ করার কর্তাও রয়েছেন। কিন্তু ময়দানের ছোটো ক্লাবগুলো প্রথম ধাক্কা খেয়েছিল ক্লাব চালানোর মতো কর্তার অভাবে। ময়দানে দীর্ঘ দিন ক্লাব চালানো বেশিরভাগ কর্তাই প্রয়াত কিংবা বয়সের ভারে ধুঁকছেন। তাদের পরবর্তীকালে ক্লাবের ধরার লোক নেই। ফলে বহু জনপ্রিয় ক্লাবের হাত বদল হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ধাক্কা হল ময়দান স্পনসর শূন্য হয়ে পড়েছে। বেশ কয়েকবছর ধরে ছোটো ক্লাবের পাশে ছিল চিট ফান্ডের বিনিয়োগ। কিন্তু চিটফান্ড কেলেঙ্কারির পর ছোটখাটো সংস্থারাও ময়দান থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। এই দুই ধাক্কার পর সিআরএসের ধাক্কা। আর এই ধাক্কাতেই মুখ থুবড়ে পড়েছে ক্লাবগুলো। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম অবশ্যই আধুনিকতার ছোঁয়া। সারা দেশের ফুটবলাররা একই ছাত্রা তলায় নথিভুক্ত থাকবে। বয়স ভাঁড়ানো, নাম ভাঁড়ানো, চুক্তি সংক্রান্ত সমস্যা মিটবে। এই উদ্যোগটা বাস্তবায়িত করতে অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে সমস্যা নেই। থাকলেও সেখানে দলের সংখ্যা এত কম যে কাজটা করতে বেশি সময় লাগে না। ব্যতিক্রম কলকাতা লিগ। এটা এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম লিগ। পঞ্চম ডিভিশন থেকে প্রিমিয়ার ডিভিশনে মোট ক্লাবের সংখ্যা ১৫৮টি। প্রতি ক্লাব নিয়ম অনুযায়ী ৩৫ থেকে ৪০ জন ফুটবলার সই করালে মোট লিগে খেলা ফুটবলারদের সংখ্যাটা ৬০০০ ছাড়িয়ে যায়। পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় গড়ের মাঠের ১০ মাঠে ম্যাচের সংখ্যাটা ৮০০'র বেশি। ফলে এই লিগের জন্য নিত্য নতুন নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া হলে তা বাস্তবায়িত করা বেশ কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে লিগের চরম অপেশাদার পরিকাঠামোয়। গত দু'বছর ধরে লিগের সংগঠক আইএফএ ক্লাবগুলোর হয়ে এই কাজটা নিজেদের কর্মীদের দিয়েই করিয়ে দিয়েছিলেন। এবার মার্চ মাসে সব ক্লাবদের নিয়ে সেমিনার করে বলে দেওয়া হয়েছিল, তাদের নিজেদের কীভাবে এটা করতে হবে। তার জন্য তাদের সময় দেওয়া হয়েছিল দুই মাস। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্লাবগুলো তা করে উঠতে পারেনি নিয়মে দুটো নতুন ধারা যোগ করায়। এক, প্রতি ফুটবলারকে জাতীয় পরিচয় পত্র অর্থাৎ ভোটার আই কার্ড কিংবা আধার কার্ড জমা করতে হবে। দুই প্রতি ফুটবলারের সঙ্গে চুক্তিপত্র জমা দিতে হবে। এটা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কয়েক হাজার ফুটবলার আগে যে জন্ম তারিখ দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে পরিচয়পত্র মিলছে না। ফলে তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হচ্ছে। দুই, কলকাতার ছোটো ক্লাবের ফুটবলারদের সঙ্গে কোনও চুক্তি করেন না কর্তারা। টিফিন আর সামান্য গাড়ি ভাড়া কিংবা বুট-জার্সি দেওয়ার বিনিময়ে খেলায়। এখন এদের সঙ্গে চুক্তি করতে গিয়ে কিছু টাকার বিনিময়ে দলে নিতে হচ্ছে। যা স্পনসরহীন ক্লাবরা দিতে পারছে না। তাই তারা লিগে শেষ পর্যন্ত দল নামাতে পারবে কি না তা নিয়ে বেশ সন্দেহ রয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে আইএফএ সচিব উৎপল গঙ্গোপাধ্যায় একটি টাস্কফোর্স গড়েছেন। যাতে ক্লাবগুলিকে সাহায্য করে রেজিস্ট্রেশন পর্ব দ্রুত সারা যায়। কিন্তু তাতেও ক্লাবগুলি সই করানোর ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। আর এতেই বোঝা যায় ঘরোয়া লিগের অস্তিত্ব বেশ সংকটে।

ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে ব্যাট করতে নামছেন হাসিম আমলা।

প্রকাশক: পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী: আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক: কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক: আশিস্ লাহা